দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

73

তারিখ 26 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

জানুয়ারী মাসের নিজস্ব আন্দোলন

সব আন্দোলনেরই সময় আছে। যখন তখন যেকোন আন্দোলন করলেই হয় না। সময় হিসেব করে নামতে হয়। এ হচ্ছে অনেকটা পোশাকের মত। শীতের দিনের পোশাক কেউ গরমের সময় পরে না। গরমের দিনের পোশাক অনাদরে গৃহ কোণে পড়ে থাকে শীতের দিনে—আবার কখন গরমের দিন আসবে সেই অপেক্ষায় প্রহর গোণে।

আন্দোলনের ব্যাপারটাও তাই। ফেব্রুয়ারী মাসের কথাই ধরুন। তখন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য জোর তাগিদ দেয়া শুরু হবে। কেন এতদিন ঐ শুভ কাজটি পুরোপুরি নিষ্পন্ন হয়নি তা নিয়ে নানা মহলে বয়ে যাবে সমালোচনার ঝড়। হবে অনেক হৈচৈ। তারপর ফেব্রুয়ারী শেষ হয়ে যখন যাবে তখন আন্দোলনে ভাটা পড়বে। শিকেয় তুলে রাখা হবে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে; আগামী বছর আবার তা নিয়ে হাউ কাউ ব্যাধানোর জন্যে। তবে ফেব্রুয়ারীতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর আন্দোলনে সুরাভঙ্গ হলেও ইতিমধ্যেই, মানে জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকেই তার বোল ধরতে শুরু করেছে।

তেমনি জানুয়ারীরও নিজস্ব আন্দোলন আছে— একেবারেই নিজের ব্যাপার-স্যাপার। স্কুলে ভর্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন যাদের পোলাপানরা উঁচুমার্গের স্কুলে ভর্তি হতে পারে না তাদের ক্ষোভ প্রকাশের আন্দোলনে মুখরিত হয় জানুয়ারীর আকাশ-বাতাস। তাদের হতাশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে দিক দিগন্ত। কিন্তু কেবল স্কুলে ভর্তি সংক্রান্ত আন্দোলনেই সমৃদ্ধ নয় জানুয়ারী মাস। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি স্কুলে ভর্তির আন্দোলনের লেজ ধরে এগিয়ে আসে কিন্ডার গার্টেন স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

ফি বছরই জানুয়ারী মাসে আমরা এই আন্দোলনের খবর পড়ে থাকি। এ সম্পর্কে যা যা বলা হয়ে থকে তহলঃ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে এই-সব স্কুল; কেবল ঢাকা শহরেই নয়; দেশের আনাচেকানাচে আজ এই সব বিজাতীয় স্কুলের ছড়াছড়ি। ম্যালা মাইনে নেয়; অথচ পড়াশোনার লবডংকা। আর পড়াবে কি ছাই; হস্তীমূর্খ আত্মীয়-বন্ধুদের টিচার বানিয়ে স্কুল খুলেছে তো। লেখাপড়া নাই বা হল জাঁকজমকের শেষ নেই। গ্রেড লাইসেন্স দিয়ে কি আর স্কুল হয়?

আরও অপবাদ আছে কিন্ডার গার্টেনের বিরুদ্ধে—ওগুলো হচ্ছে অপসংস্কৃতির আখড়া। সনাতন, চিরন্তন বিশুদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলো হচ্ছে, ষড়যন্ত্রের আতুরঘর। ব্যবসায়, স্যার ব্যবসায়, দারুণ লাভজনক ব্যবসায়।

সম্প্রতি একটি পত্রিকায় একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সেখানে নাকি ক্লাস ফোরে অনার্স ক্লাসের বই পড়নো হচ্ছে। তো জানুয়ারী মাস এলেই কিন্ডার গার্টেনের বিরুদ্ধে এই সব নালিশ শোনা যায়। সারা মাস ধরে বলতে থাকে আর ফেব্রুয়ারীতেই শেষ হয়ে যায় এই মওসুমী আন্দোলন। সামনের বছর আবার জানুয়ারী এলেই নতুন করে শুরু হবে কিন্ডার গার্টেনের বিরুদ্ধে ভৈরব গর্জন।

এসব আন্দোলনের মুখে ছাই দিয়ে কিন্তু লকলক করে বেড়ে উঠছে কিন্ডার গার্টেন নামক বৃক্ষের চারাগাছটি। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে না পড়ুক, অন্ততঃ কোন কোন উপজেলা শহরে দু-একটা করে কিন্ডার গার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। অচিরেই যে আরও হবে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, স্কুলে ভর্তির সমস্যার সমাধানের আন্দোলনের সঙ্গে ভারী মিল আছে কিন্ডরা গার্টেনের বিরুদ্ধে সোচচার হবার। যারা তাদের পোলাপানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে পারে না তারাই ক্ষেপে উঠে আর চেঁচামেচি করে ভর্তি সমস্যার সমাধানের দাবীতে। তেমনি, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যারা তাদের পোলাপানদের কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করাতে পারছে না মানে যাদের ট্যাঁকে তেমন রেস্তো নেই—তারাই ঐ স্কুলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সোচচার।

আমরা কিন্তু কিন্ডার গার্টেনের ব্যাপারে একেবারে নিরপেক্ষ—মানে তার পক্ষেও নয়, বিরুদ্ধেও নয়। কেননা, পক্ষে যেমন গাদা-গাদা লাগসই যুক্তি আছে, তেমনি বিপক্ষের যুক্তিগুলোও ফ্যালনা নয়।

ক্লাস ফোরে অনার্স ক্লাসের বই পড়নোর ব্যাপারটাই ধরা যাক। খুব ভাল ব্যবস্থা। এতে করে সেই কিন্ডার গার্টেন স্কুলটির ছাত্রছাত্রীদের আর অনার্স ক্লাসে পড়বার ঝুটঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। তার গার্জেনদের খরচ বেঁচে যাচ্ছে। তাছাড়া, এখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার মারাত্মক সমস্যাটি থেকেও অনায়াসে মুক্তি পাচ্ছে ছাত্রছাত্রীগুলো। তবে এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলঃ সংশ্লিষ্ট স্কুলটি থেকে ছাত্রছাত্রীরা যখন পাস করে বেরোবে তখন তাদের অনার্সের একটা সার্টিফিকেট দেয়া উচিত।

আরও সংযুক্তি আছে কিন্ডার গার্টেন স্কুলের পক্ষে। কে জানে, আজকাল বাপমায়েরা যদি তাদের পোলাপানদের ঐ স্কুলে ভর্তি না করায় তাহলে প্রেস্টিজের মাথায় মুগুর পড়ে। কারণ এসব স্কুল হল প্রেস্টিজের ব্যারোমিটার। এমন একটা ব্যারোমিটার কি হত্যা করা উচিত নয়।

কিন্ডার গার্টেন স্কুল বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল দেশের শাড়ি-শিল্পের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। আপামনিরা প্রতিদিন হাল ফ্যাশানের নতুন নতুন শাড়ি পরে আসেন এতে শাড়িশিল্পের বিকাশ সাধিত হচ্ছে, তেমনি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে আসেন যে মা-জননীরা তারাও প্রতিদিন নতুন নতুন শাড়ির বাহার দেখতে পারছেন। এতেও উন্নতি সাধিত হচ্ছে শাড়িশিল্পের।

এই তো সেদিন আমাদের এক পড়শিনী খান তিনেক নতুন শাড়ি কিনে আনলেন। সবগুলোই চড়া দামে। 'এত শাড়ি কেন, ম্যাডাম' এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ কাল থেকে মেয়েটা কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি হচ্ছে। আমাকেই তো ওকে দিয়ে যেতে আসতে হবে। তো প্রতিদিন একটা করে নতুন শাড়ি ছাড়া সেখানে যাই কি করে? প্রেস্টিজ আছে না। এর ফলে, আমরা জানতে পেরেছি, প্রতিদিন একটা করে মিনি ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয় কিন্ডার গার্টেন স্কুলের গেটে। সেদিক থেকেও এসব স্কুলের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

তবে কিন্ডার গার্টেন স্কুলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি একটাই। আমাদের অন্যান্য স্কুল-কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটির মাস্টার সাহেব বা ম্যাডামদের যেখানে ক্লাসে দেরীতে গেলেও চলে, না গেলেও ক্ষতি নেই সেখানে ক্লাসের ব্যাপারে কিন্ডার গার্টেনগুলোতে বড্ড বাড়াবাড়ি করা হয়। মাস্টার সাহেবরা যে ক্লাসে না গিয়ে কমনরুমে বসে রাজনীতি চর্চা করবেন কিংবা ম্যাডামরা পরচর্চা করে খিদে বাড়াবেন—সেটা হতে দেয়া হয় না এসব স্কুলে। তাই কিন্ডার গার্টেন স্কুলকে সামাজিকতাবিরোধী স্কুলও বলা চলে। আর তাই এ ব্যাপারে আমাদের এসব স্কুল সম্পর্কে আপত্তি।

—খোন্দকার আলী আশরাফ